তারিখ 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রথম আলো

কলেজছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

সাভারে অধ্যক্ষ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঢাকার সাভারের মোফাজ্জল-মোমেনা চাকলাদার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আতাহার উদ্দিনকে (৫৮) গতকাল সোমবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই কলেজেরই প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ তুলেছেন।

তবে অধ্যক্ষ আতাহার উদ্দিনের দাবি, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। আতাহার উদ্দিন থাকেন সাভারের সেনওয়ালিয়া গ্রামে। আর ওই ছাত্রীর বাসা আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায়।

ওই ছাত্রীর পরিবারের দাবি, মেয়েটি গতকাল সকালে জিরাবো বাসস্ট্যান্ড থেকে সাভারগামী একটি বাসে ওঠেন। জিরাবো থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিশমাইল এলাকা থেকে ওই বাসে ওঠেন অধ্যক্ষ আতাহার উদ্দিন। আসন খালি থাকায় বাসে উঠেই তিনি (অধ্যক্ষ) মেয়েটির পাশে বসেন। এ সময় মেয়েটি তাঁর বেতন মওকুফ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালে অধ্যক্ষ দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। পরে অধ্যক্ষ তাঁর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন। এ সময় ওই বাসে থাকা এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্র ও মেয়েটির বন্ধু বিষয়টি লক্ষ করেন। গাড়িটি সাভার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে মেয়েটির ওই বন্ধু অধ্যক্ষকে বাস থেকে নামিয়ে সাভার মডেল থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে মেয়েটি তাঁর (অধ্যক্ষ) বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তবে মেয়েটি যে বাসে শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন বলে দাবি করছেন, ওই বাসের কয়েকজন যাত্রী জানান, মেয়েটির পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মিথ্যা। তাঁদের উপস্থিতিতে বাসে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বাসটি সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছানোর পর একটি ছেলে টেনেহিঁচড়ে বাস থেকে অধ্যক্ষকে নামিয়ে নিয়ে যান।

থানাহাজতে অধ্যক্ষ আতাহার উদ্দিন বলেন, বাসে উঠেই তিনি মেয়েটির পাশে আসন খালি পেয়ে সেখানে বসেন। বাসটি সাভার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পরপরই মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বাস থেকে নামান। এরপর মেয়েটিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে তাঁর কাছে ১০ লাখ টাকা দাবির পাশাপাশি মারধর করেন। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করেন। বেতন মওকুফসহ বৃত্তির ব্যবস্থা করার দাবি নিয়ে মেয়েটি তাঁর ওই বন্ধুকে (যে ছেলেটি তাঁকে আটক করে পুলিশে দেন) নিয়ে একাধিকবার তাঁর (আতাহার) কার্যালয় ও বাসায় যান। নিয়মের বাইরে কোনো সহায়তা করতে অপারগতা প্রকাশ করায় মেয়েটি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। সম্ভবত এর জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

সাভার মডেল থানার ওসি মোতালেব হোসেন মিয়া জানান, মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে ওই মামলায় অধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।